দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 11 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২২ ...

পিএসসি'র ১২ দফা পদক্ষেপ

ফাজেল পাসের সনদপত্র ডিগ্রীর সমতুল্য করার সুপারিশ

বাসস ঃ প্রতিবছর বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) ১২ দফা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী ২৫তম বিসিএস থেকে এগুলো কার্যকর করে নিয়মিত পরীক্ষা নেয়া হবে।

পিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। প্রতিবেদনটি বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পিএসসি সারাদেশের সিভিল সার্ভিস কাঠামোর ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের জন্য যাবতীয় পরীক্ষা ও বাছাই প্রক্রিয়াকে মানসম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞাপন প্রদান ও আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের স্তর থেকে শুরু করে ফল নির্ধারণ ও প্রার্থী সুপারিশকরণ পর্যন্ত পুরোপ্রক্রিয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা। এতে পরীক্ষা পদ্ধতি যেমন নিশ্ছিদ্র ও মানসম্পন্ন হবে, তেমনি সরকারী চাকরিতে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই সম্ভব হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফল প্রকাশের প্রক্রিয়াকেই কেবল সুষ্ঠু করা নয়, বিসিএস পরীক্ষাসহ ক্যাডার ও নন-ক্যাডার সর্বক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের প্রশ্নে বর্তমান প্রচলিত ৪৫ শতাংশ মেধা এবং ৪৫ শতাংশ নানাবিধ কোটার অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে সকল পরীক্ষা ও বাছাই পদ্ধতিকে একটি ক্রমবর্ধমান মেধাভিত্তিক পদ্ধতিতে পৌছানোর উদ্যোগ নিয়েছে পিএসসি। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা-সন্তানদের কোটায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেখানে মেধার ভিত্তিতে শূন্য পদসমূহে সাধারণ সফল প্রার্থীদের মধ্য থেকে চাকরিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত সরকার অনুমোদন করেছে।

প্রার্থী বাছাইয়ে দক্ষতার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনার জন্য ইংরেজী ও বাংলা ভাষা জ্ঞানের দক্ষ প্রার্থী বাছাই অপরিহার্য। এজন্য এখন থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে যেসব প্রার্থীর ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকবে, তারাই বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। আগামী ২৫তম বিসিএস থেকে এ নিয়ম কার্যকর হবে।

লিখিত পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বহু বিষয় থাকায় সঠিক মেধা নির্ধারণ সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য বিসিএস পরীক্ষা থেকে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে একটি সমন্বিত নীতির ভিত্তিতে সব ক্যাডারের জন্য ৫টি বিষয়ের ওপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত মেধা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও আলিম পাসের সনদপত্র এসএসসি ও এইচএসসি সমমানের বলে গণ্য। তবে ফাজেল বা কামেল পাসের সনদপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর সমমানের বলে সরকার এখনো ঘোষণা করেনি। ফলে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না।

মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল সনদপত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমতুল্য করে আপডেট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সুপারিশ করেছিল। এ ব্যাপারে সরকার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন বলে পিএসসির প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়।

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষা সম্পর্কে পিএসসির রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯১ সালের ১৩তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে ২১তম বিসিএস পরীক্ষাসহ গত ১০ বছরের ৯টি বিসিএস পরীক্ষায় সর্বমোট ১২ হাজার ৯০১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ক্যাডারে বিভিন্ন পদে চাকরির জন্য পিএসসি সুপারিশ করে। এর মধ্যে ৩টি ছিল বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা।